দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

৮

শিক্ষামানের অবনতি রোধ করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

প্রশ্নপত্র তৈরি করার পদ্ধতি

এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পাবলিক পরীক্ষা একই ধারার
মধ্যে আনতে হবে। পরীক্ষার অর্ধেক নম্বর এমসিকিউ ও বাকি
অর্ধেক নম্বর প্রশ্নের উত্তর লেখার মাধ্যমে নিতে হবে এবং উভয়
অংশের জন্য আলাদাভাবে পাস করতে হবে। সারা বই থেকে
প্রশ্ন করতে হবে। লেখার মাধ্যমে যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

আনোয়ার হোসেন

তাদের মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। সেই
প্রশ্নের অধীনে থাকবে ৮/১০টি অবজেক্টিভ প্রশ্ন। এসব
অবজেক্টিভ প্রশ্নের উত্তর হবে ২/৩ লাইনের। বাকি প্রশ্নগুলোর
উত্তর হবে বড়। বড় প্রশ্নগুলো এমনভাবে করতে হবে যে,
সিলেকটিভ কয়েকটি অধ্যায় পড়লেই যেন কমন না পড়ে।
এছাড়া পরবর্তী পরীক্ষার বড় প্রশ্নের এক-তৃতীয়াংশ পরবর্তী
পরীক্ষার প্রশ্নে থাকা উচিত। যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা পুরো বই
পড়বে এবং সব অধ্যায় থেকে প্রশ্ন হবে এবং পূর্ববর্তী পরীক্ষার
প্রশ্ন পরের পরীক্ষায় আসবে, সেহেতু বড় প্রশ্নের ক্ষেত্রে
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ওপরই জোর দিতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা কেন নিতে হবে?

শুধুমাত্র নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হলে ছাত্রছাত্রীরা নম্বর
পাওয়ার জন্যই মরিয়া হয়ে উঠবে। প্রকৃত জ্ঞানার্জন হবে না।
সকল স্কুল-কলেজে সব বিষয়ে পড়ার সুযোগ নেই। কিছু কিছু
স্কুল-কলেজে এমন কিছু বিষয় আছে যাতে প্রায় পূর্ণ নম্বর
(৯০-১০০) পাওয়া যায়। অথচ অন্য স্কুল-কলেজে এগুলো
পড়ার সুযোগ নেই। একে শিক্ষানীতির বৈষম্যও বলা যায়। একই
বোর্ডের অধীনে সকলে পরীক্ষা দেয় না। বিভিন্ন বোর্ডের উত্তরপত্র
মূল্যায়নে দেখা যায় বৈষম্য। কোন কোন বোর্ড খুবই উদার,
আবার কোন কোন বোর্ড নম্বর দিতে বেশ কার্পণ্য করে থাকে।
স্থান ভেদেও ফলের তারতম্য দেখা যায়। একজন শহরের
শিক্ষকের কাছে খাতা পড়লে যেভাবে মূল্যায়ন হয়, একজন
গ্রামের শিক্ষকের কাছে পড়লে সেভাবে মূল্যায়ন হয় না।